



300983 - প্রত্যকে দনি একশবার তাসবীহ পড়ার ফযলিত

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এ হাদিসটির শুদ্ধতা কতটুকু? তিনি বলেন: "তোমাদের কটে কী প্রতিদিন এক হাজার নকী হাছলি করতে অক্ষম? তখন তাঁর সাথীদের একজন জিজ্ঞেসে করল: আমরা কভাবে এক হাজার নকী হাছলি করতে পারি? তখন তিনি বললেন: একশবার তাসবীহ পড়লে তার জন্য এক হাজার নকী লখো হবে কিংবা এক হাজার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে"। অন্য এক রোয়ায়তে আছে: "তার জন্য এক হাজার নকী লখো হবে ও এক হাজার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে"।

যদি কটে এর চয়ে বশো পড়ে তাহলে নকী কী বাড়বে অর্থাৎ কটে যদি ১,০০০ বার পড়ে সে কী ১০,০০০ নকী পাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লেখিত হাদিসটি সহিহ। হাদিসটি ইমাম মুসলিম (২৬৯৮) তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে সংকলন করছেন মুসআব বনি সাদ বনি আবি ওয়াক্কাস থেকে তিনি বলেন আমার পতি হাদিস বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছলাম। তখন তিনি বললেন: তোমাদের কটে কী প্রতিদিন এক হাজার নকী হাছলি করতে অক্ষম? তখন তাঁর একজন সাহাবী জিজ্ঞেসে করল: কভাবে আমাদের কারো জন্য একজন হাজার নকী লখো হতে পারে? তখন তিনি বললেন: একশবার তাসবীহ পড়লে (সুবহানাল্লাহ্বললে) তার জন্য এক হাজার নকী লখো হবে কিংবা তার এক হাজার গুনাহ মাফ হবে।"

ইমাম নববী "আল-আযকার" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫৩) বলেন: "ইমাম হাফযে আবু আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদী বলেন: সহিহ মুসলিমের সকল রোয়ায়তে **أَوْ يُحِطُّ** (কিংবা গুনাহ মাফ করা হবে) এভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল-বারক্বানী বলেন: হাদিসটি বর্ণনা করছেন শূবা, আবু আওয়ানা ও ইয়াহইয়া আল-কাত্তান প্রমুখ মূসা থেকে; যে মূসার সূত্রে ইমাম মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করছেন। তারা সকলে বলছেন **وَيُحِطُّ** (এবং গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে) আলফি ছাড়া।[সমাপ্ত]

আব্দুল্লাহ্বনি আহমাদ বনি হাম্বল বলেন: আমার পতি বলছেন: ইবনে নুমাইরও বলছেন: **أَوْ يُحِطُّ** (কিংবা গুনাহ মাফ করা হবে)। এবং ইয়ালাও বলছেন: **أَوْ يُحِطُّ** (কিংবা গুনাহ মাফ করা হবে)।[দখুন: মুসনাদে আহমাদ (৩/১৩৩)]



ইমাম তরিমযি (৩৪৬৩) হাদিসটি وَيُحِطُّ (এবং গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে) ভাষ্যে সংকলন করছেন এবং বলছেন: "হাসান সহহি"।

মোল্লা আলী ক্বারী "মরিক্বাতুল মাফাতীহ" গ্রন্থে (৪/১৫৯৪) বলেন: "যহেতে এক নকৌর বদলে দশ নকৌ দেওয়া হয়। কুরআনের আয়াত"যে ব্যক্তি একটা নকৌ নিয়ে আসবে সে এর দশগুণ পাবে" [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬০] এবং "আল্লাহ্‌য়ার জন্য ইচ্ছা বৃদ্ধি করবনে"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৬১]-এ প্রতশ্রিত বৃদ্ধি এটি সর্বনমিন একক। হারাম এলাকার এক নকৌ এক লক্ষ নকৌর সমান। কথিবা তার এক হাজার গুনাহ মার্ফ হবে" অর্থাৎ সগরি গুনাহ হোক কথিবা কবরি গুনাহ হোক; সটো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন।"[সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি একশ এর চয়ে বশে পরিমাণ তাসবীহ পড়বে সে তার বৃদ্ধি জন্য বর্ধতি হারে সওয়াব পাবে। যহেতে এক নকৌতে দশ নকৌ দেওয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এক হাজার বার তাসবীহ পড়বে সে ব্যক্তি দশ হাজার নকৌ পাবে। এভাবে বৃদ্ধি করা হবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রশস্ত।

এ হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে এর কাছাকাছি একটা হাদিস যা ইমাম বুখারী (৩২৯৩) ও ইমাম মুসলমি (২৬৯১) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। তাঁর কোন শরীক নহে। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কছির ওপর ক্ষমতাবান) দিনে একশত বার বলবে- এটা তার জন্য দশজন দাসমুক্তির অনুবূপ হবে, তার জন্য একশত সওয়াব লেখা হবে, তার একশটি গুনাহ মুছে দেওয়া হবে, সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষা হবে। সে যে সওয়াব পাবে আর কটে তার চয়ে উত্তম সওয়াব পাবে না; তবে যে ব্যক্তি তার চয়ে বশে আমল করবে সে ব্যক্তি ছাড়া।"

ইমাম মুসলমি (২৬৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَبِحَمْدِهِ (উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বহিমদহী) (অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি) সকালে একশত বার ও সন্ধ্যায় একশত বার পড়বে, কয়ামতের দিন তার চয়ে উৎকৃষ্ট কছি কটে নিয়ে আসতে পারবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে তার মত বলবে বা তার চয়ে বাড়িয়ে আমল করবে।"

এ হাদিসে স্পষ্টভাবে উদ্ভূত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি "তার চয়ে বাড়িয়ে আমল করবে" ও "তার চয়ে বশে আমল করবে": সে ব্যক্তি একশ বার উচ্চারণকারীর চয়ে উত্তম সওয়াব পাবে। অর্থাৎ সে একদিনে এ যকিরিটি দুইশ বার বলবে, তনিশ বার বলবে... কথিবা আল্লাহ্‌যতবার চান ততবার বলবে। যে বাড়াবে সে আল্লাহ্‌র কাছে বাড়তি পাবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রশস্ত।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।